দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 05 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সম্ভাবনাময় মেধাবী প্রজন্মের বিকাশ ঘটাতে হবে॥ রাষ্ট্রপতি

গাজীপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেছেন, আমাদের তরুণ প্রজন্ম নানামুখী প্রতিভায় সমৃদ্ধ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে। সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আমাদের সম্ভাবনাময় মেধাবী প্রজন্মকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা, পরোপকারিতা এবং দায়িত্বশীলতার মতো অতি প্রয়োজনীয় গুণাবলীর উন্মেষ ঘটাতে হবে। আমি মনে করি স্কাউটিং এ লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সোমবার গাজীপুরের মৌচাকে বাংলাদেশ স্কাউটসের ৩৬তম বার্ষিকী উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, স্কাউটিং হচ্ছে আদর্শ নাগরিক গড়ার একটি আন্দোলন। আদর্শ নাগরিক গড়ার যে আন্দোলন এ দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলছে তা আজ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন পড়েছে। দেশের শহরাঞ্চলের স্কুল ও কলেজগুলোতে স্কাউটিং কার্যক্রম দৃশ্যমান হলেও পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা অত্যন্ত সীমিত। আমি মনে করি, এ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত ও জনপ্রিয় করতে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া প্রয়োজন। স্কাউট আন্দোলন কোনভাবেই যাতে শহরকেন্দ্রিক এবং অনুষ্ঠাননির্ভর না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দেবার জন্য আমি স্কাউটের জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাই। তিনি বলেন, আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, স্কাউটিংয়ে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও অধিক হারে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনকে আরও সম্প্রসারণ ও বেগবান করা সম্ভব হবে।

কালিয়াকৈরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার ড. শাহ মোহাম্মদ ফরিদের সভাপতিত্বে স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ফজলুর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন। এর আগে রাষ্ট্রপতি কাব হলিডের গ্রান্ডইয়েল ও কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেন এবং কাবদের উদ্দেশে উপদেশবাণী দেন। তিনি শতবর্ষ স্মারক ভাস্কর্য উন্মোচন করেন এবং কার্নিভালের স্টেশনসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় কাবদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি কাবিং পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তোমরা স্কাউটিংয়ের আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলবে এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে দেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট থাকবে। দেশ ও জাতি তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। তোমরা হবে দেশের সেরা সন্তান।

মৌচাকে স্কাউটসের ৩৬তম বার্ষিকী উদ্বোধন

বাংলাদেশে স্কাউটিংয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অবদান রাখায় কাউন্সিল সভায় রাষ্ট্রপতি ৪ জনকে রৌপ্য ব্যাঘ্র ও ৫ জনকে রৌপ্য ইলিশ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। রৌপ্য ব্যাঘ্র এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার মিহির কান্তি মজুমদার ও আবুল কালাম আজাদ, আঞ্চলিক কমিশনার প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান এবং রোভার অঞ্চলের সম্পাদক প্রফেসর সায়েদুর রহমান। রৌপ্য ইলিশ এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন এসএম জহিরুল ইসলাম, ফিরোজ সালাহউদ্দিন, আলম ইফতেখারুল হক এএলটি, রেজাউল করিম ও বেলায়েত হোসেন।

কাউন্সিল সভায় রাষ্ট্রপতি বলেন, স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশের ছাত্রছাত্রীদের প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি সৎ, চরিত্রবান ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার এই মহৎ প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, মহান ভাষা দিবসের চেতনা আমাদের নতুন প্রজন্মকে সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে। বাংলাদেশ স্কাউট বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে স্কাউট সংস্থার পরম বৃহৎ স্কাউট সদস্য দেশ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে। কক্সবাজারে কমডেকা অনুষ্ঠান ও ঘূর্ণিদুর্গত এলাকাগুলোতে ত্রাণ কর্মসূচীসহ বাংলাদেশ স্কাউটস পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচীর উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের তরুণ ও যুব সমাজ আর্ত-মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এমনি করে দেশ ও জাতির প্রয়োজনে জনগণের পাশে দাঁড়াবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন, বাংলাদেশ স্কাউটসকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা কর্মে অভিজ্ঞ এবং বয়সে প্রবীণ। তাদের অভিজ্ঞতা, অনুপ্রেরণা এবং সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশে স্কাউটস আন্দোলন আরও বেগবান ও বিস্তৃত হবে। দেশে স্কাউটসের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। জনসংখ্যার অনুপাতে এ সংখ্যা বেশি নয়। স্কাউট আন্দোলনের শতবর্ষে এ সংখ্যায় বৃদ্ধিসহ স্কাউটসের গুণগতমান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আরও উদ্যোগের প্রয়োজন। এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান।